অর্থমন্ত্রী- নির্মলা সীতারমন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী- শুভ্রামানিয়াম জয়শংকর

Seven sisters

Arunachal Pradesh
Assam
Nagaland
Meghalaya
Manipur
Tripura
Mizoram

সেভেন সিস্টার্স

- উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত।
- এই সাত রাজ্যের আয়তন ~~২,৫৫,৫১১~~ বর্গকিলোমিটার, যা ভারতের মোট এলাকার প্রায় ~~৭~~ শতাংশ।
- এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩.৭ শতাংশ।
- ত্রিপুরার সাংবাদিক জ্যোতি প্রসাদ সাইকিয়া সর্বপ্রথম রাজ্যগুলোকে একত্রে 'সেভেন সিস্টার্স' নামে উল্লেখ করেন।

→ আসাম,

→ অরুণাচল,

→ মেঘালয়,

→ ত্রিপুরা,

→ মণিপুর,

→ মিজোরাম ও

→ নাগাল্যান্ড।

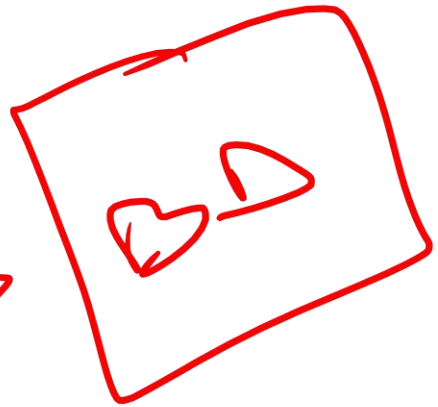

চিকেন নেক (Chicken neck) বা শিলিগুড়ি করিডোর এর মাধ্যমে সেভেন সিস্টার্স ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত। করিডোরের দৈর্ঘ্য ২১-৪০ কিমি এর মধ্যে। বাংলাদেশ ও নেপালকে পৃথককারী করিডোরটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টার্স বলে।

অরুনাচল প্রদেশ

রাজধানী – ইটানগর

মিজোরাম

রাজধানী – আইজল

ত্রিপুরা

রাজধানী – আগরতলা

নাগাল্যান্ড

রাজধানী – কোহিমা

মেঘালয়

রাজধানী – শিলং

MEGHALAYA
N
ASSAM
RI-BHOI
Nongpoh
EAST GARO HILLS
William Nagar
Tura
WEST GARO HILLS
SOUTH GARO HILLS
Baghmara
WEST KHASI HILLS
SHILLONG
EAST KHASI HILLS
Jawai
JAINTIA HILLS
www.toptourguide.com

আসাম

রাজধানী – দিসপুর

মনিপুর

রাজধানী – ইম্ফল

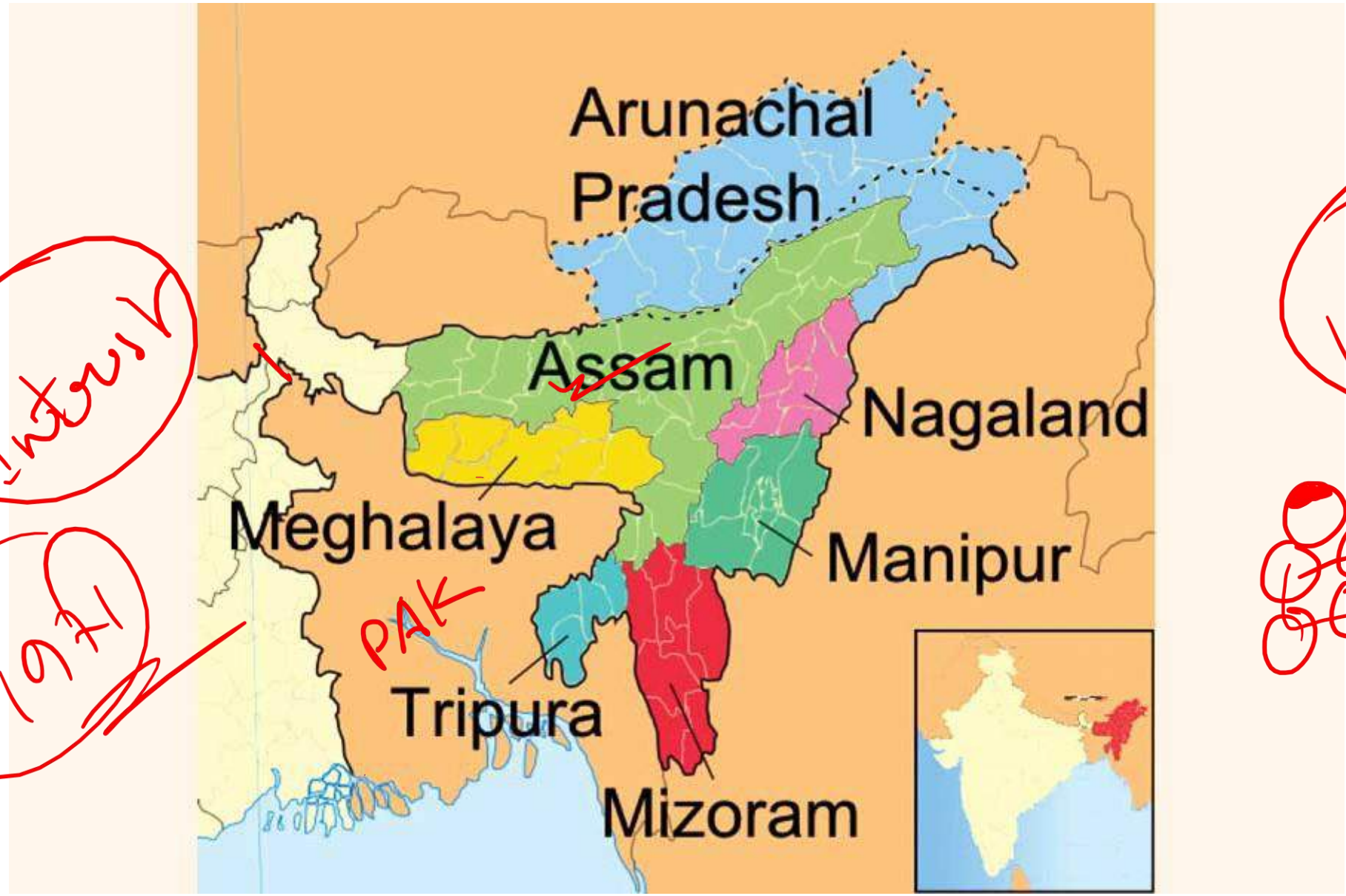
Arunachal
Pradesh
Assam
Nagaland
Meghalaya
Manipur
Tripura
Mizoram

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ

বড় ধরনের যুদ্ধ ৪ টি

কাশ্মীর সংকট

- আয়তন: ২ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত ৩৬ বর্গকি.মি.
- ইতিহাস: খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীর কুশান বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের শাসনাধীন ছিল। হুন শাসকগণ দখল করে এ অঞ্চলের নামকরণ করেন কাশ্মীর। কাশি নাম থেকে কাশ্মীর নামের উৎপত্তি।
- সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশরা কাশ্মীরকে শাসন করে নাই। ১৮৪৬ সালে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা গলাব সিংয়ের সাথে ব্রিটিশরা অমৃতসর চুক্তি সম্পাদন করেন। আর এ চুক্তির মাধ্যমে রাজা গলাব সিং ৭৫ লাখ রূপির বিনিময়ে কাশ্মীরকে ব্রিটিশদের নিকট থেকে কিনে নেন। কাশ্মীর চলে গেল হিন্দু রাজার দখলে যদিও কাশ্মীরের বেশিরভাগ লোক ছিলো মুসলিম।

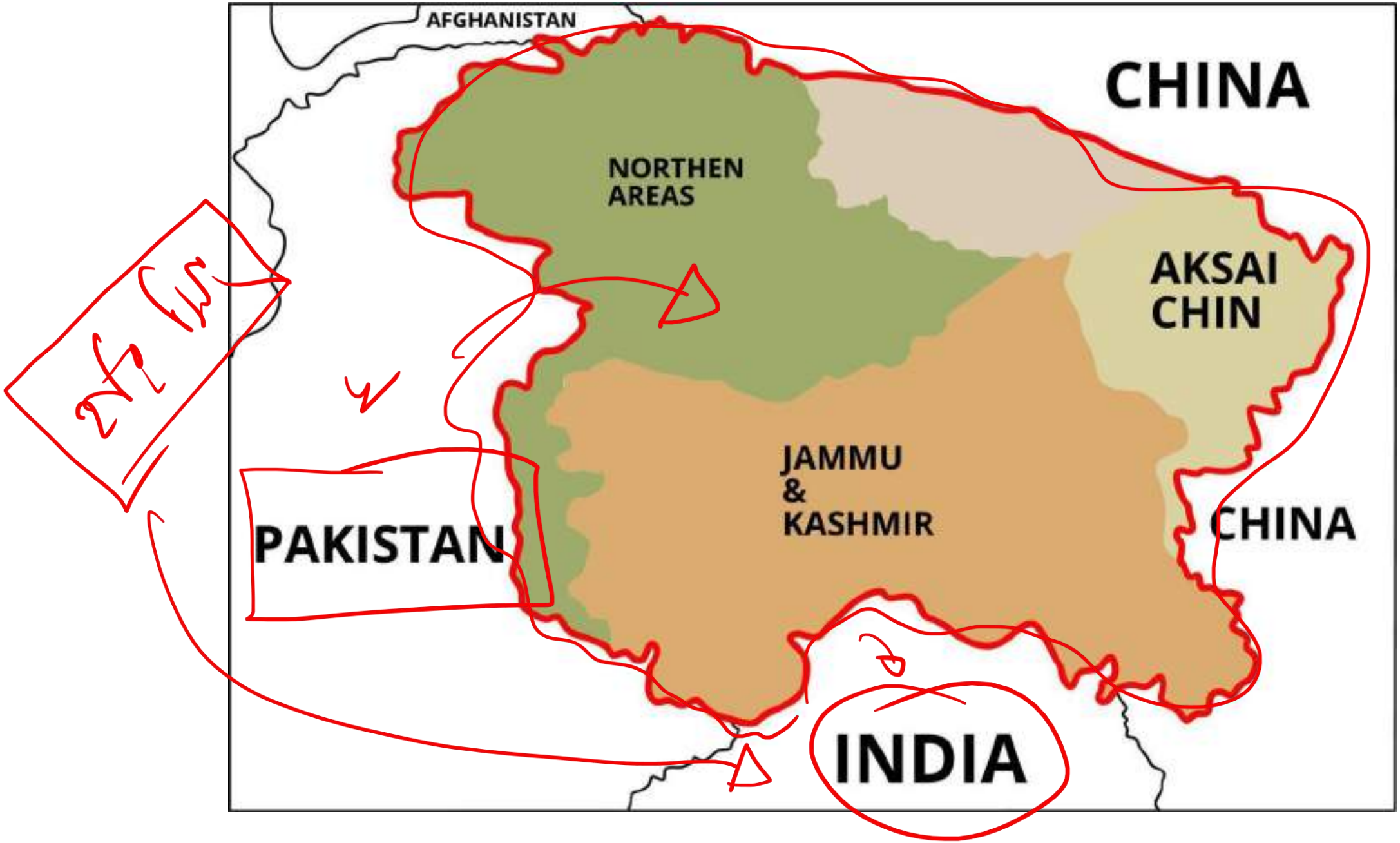
AFGHANISTAN
CHINA
NORTHEN AREAS
AKSAI CHIN
JAMMU & KASHMIR
CHINA
PAKISTAN
INDIA

- ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং। ১৯৪৭ সালে মহারাজা হরি সিংয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বিদ্যমান সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র পাহাড়ি গোত্রের যোদ্ধারা কাশ্মিরে ঢুকে পড়ে। হরি সিং বুঝতে পারেন যে, ভারতের সাহায্য দরকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে যোগাযোগ করলে নেহেরু ও প্যাটেল উভয়ই এই শর্তে সৈন্য পাঠাতে রাজি হন যে মহারাজা ভারতের ‘সংযোজন চুক্তি’ স্বাক্ষর করবেন। এর ফলে ভারতের হাতে কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগের দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে।
- হরি সিং চুক্তি স্বাক্ষর করেন ও ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করে। শুরু হয় পাক-ভারত সংঘাত যা চলে ২১ অক্টোবর, ১৯৪৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। আর এটিই হলো প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ।

কাশ্মীর

- ✓ জম্মু-কাশ্মীর (ভারত)- কাশ্মীরের ৪৫% অঞ্চল
- ✓ আজাদ কাশ্মীর (পাকিস্তান) কাশ্মীরের ৩৫% অঞ্চল
- ✓ আকসাই চীন (চীন) কাশ্মীরের ২০% অঞ্চল

- উত্তর কাশ্মীরের সিয়াচেন হিমবাহ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সিয়াচেন হিমবাহের উচ্চতা তের থেকে বাইশ হাজার ফুটের মধ্যে।

প্রথম যুদ্ধ

১৯৪৭-৪৯

- ২৪ অক্টোবর ভারত কাশ্মীর আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারত কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ (জম্মু ও কাশ্মীর) দখল করে এবং পাকিস্তান এক-তৃতীয়াংশ (আজাদ কাশ্মীর বা মুক্ত কাশ্মীর) দখল করে। ১ জানুয়ারি, ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া রেজুল্যেশন নম্বর ৪৭ এর আওতায় Cease Fire Line ঠিক করা হয়।

UNSC 47 Resolution

- ২২ এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখে কার্যকর হয়।
- Line of Control নির্ধারিত হয়।

চীন-ভারত যুদ্ধ ১৯৬২

আকসাই চীন নিয়ে যুদ্ধ।

Line of Actual Control

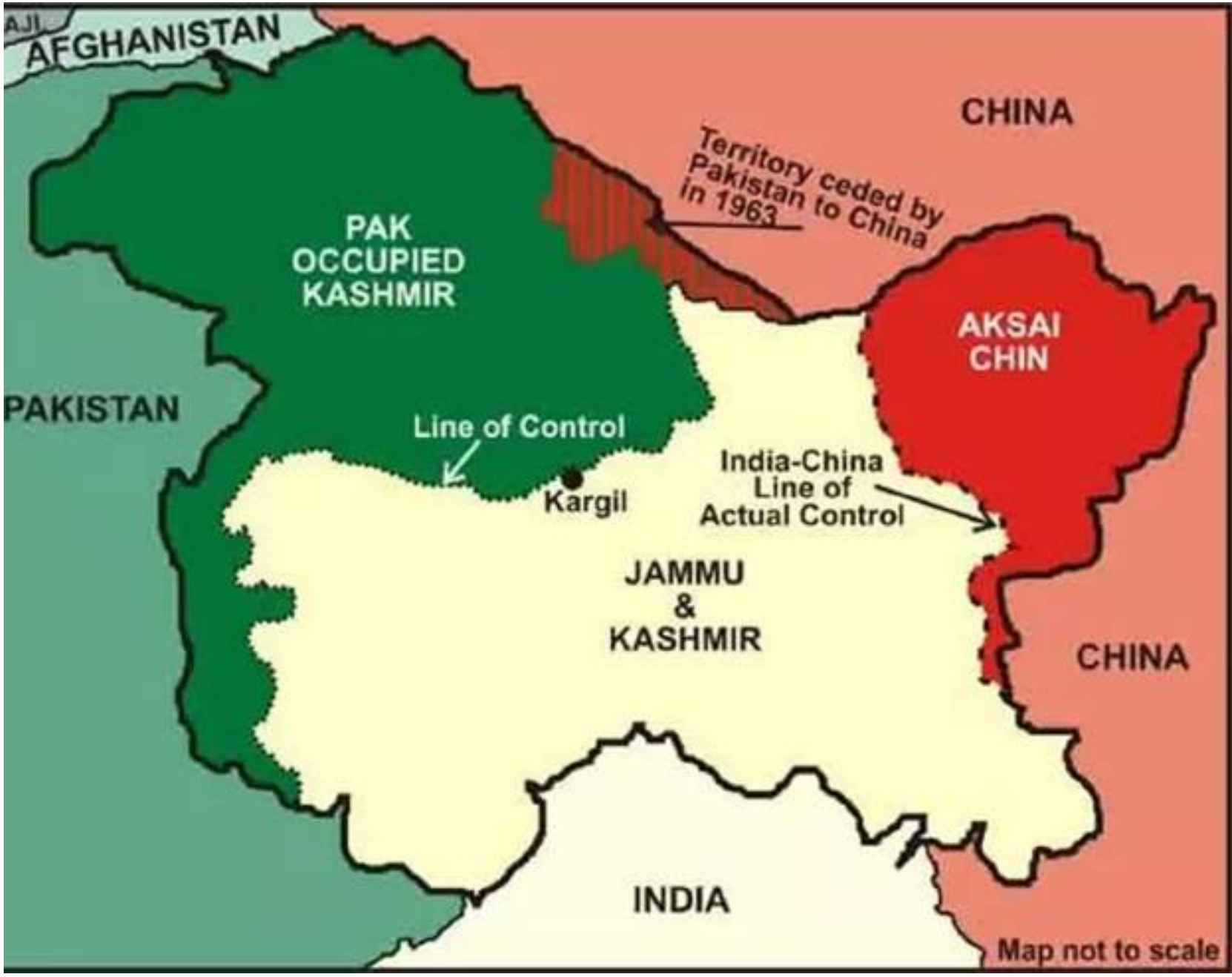

দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৯৬৫-৬৬

অস্ত্রবিরতি কার্যকর তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে।

USSR

- ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান লাদাখের যোগাযোগ পথের ওপর কারগিল ঘাঁটি থেকে ভারতের উপর গুলিবর্ষণ করে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ দিনব্যাপী দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসিগানের মধ্যস্থতায় ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে (বর্তমানে উজবেকিস্তানের রাজধানী) তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

তৃতীয় যুদ্ধ

৩-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কাশ্মীর ইস্যুতে দু'দেশের মধ্যে ৩য় যুদ্ধ হয়। ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তান অধ্যুষিত কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু আমেরিকার হুঁশিয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শে ভারত পিছপা হয়।

সিমলা চুক্তি

- স্বাক্ষরিত স্থান: সিমলা, হিমাচল প্রদেশ, ভারত ।
- স্বাক্ষর করে: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (২৮ জুন – ২ জুলাই, ১৯৭২)।
- চুক্তির বিষয়বস্তু: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সকল বৈরিতার অবসান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে বিরাজমান স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।
- এই চুক্তির মাধ্যমে ‘Cease Fire Line’ লাইন অব কন্ট্রোলে পরিণত হয়।

কারগিল যুদ্ধ

১৯৯৯

- কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় কারগিলে পাকিস্তানি সৈন্য সমাবেশ করে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ করলে ৪র্থ কাশ্মীর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমেরিকার মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

- Let’s recap

- বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যা

- আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টন সমস্যা

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা, তিস্তাসহ ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হয়েছে। এসব নদীর প্রবাহ ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে বলে বাংলাদেশ পানির প্রবাহের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল।

ভারত ১৯৭৫ সালে গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে উজানে এককভাবে পানি প্রত্যাহার শুরু করলে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমা অঞ্চলের জেলাগুলো মরুভূমিতে পরিণত হওয়া শুরু হয়। এছাড়া ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি হলেও বাংলাদেশে গঙ্গার পানি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিস্তা নদীর পানির হিস্যা নিয়ে বাংলাদেশ বহুবার ভারতের সাথে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে বাংলাদেশ সে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে সফল করতে পারেনি যার একমাত্র কারণ ভারতের অসহযোগিতা।

•ফারাক্কা বাঁধ সংকট

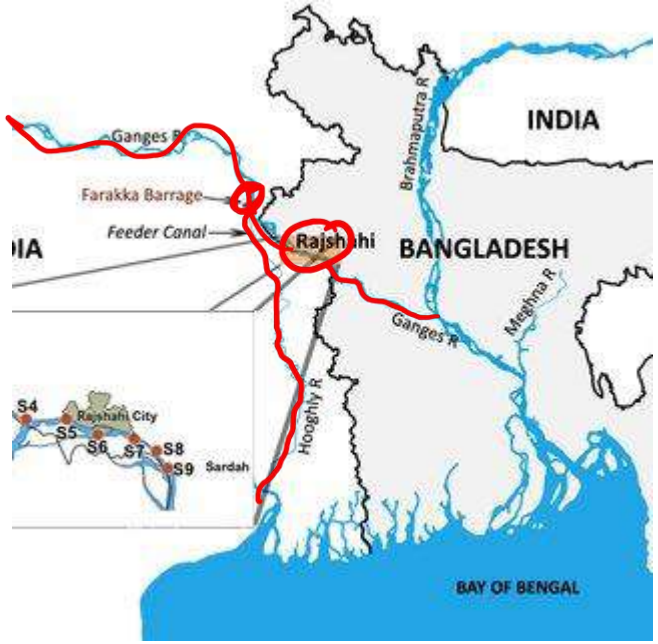
Ganges R
Farakka Barrage
Feeder Canal
Rajshahi
INDIA
BANGLADESH
Brahmaputra R
Meghna R
Ganges R
Hooghly R
S4
Rajshahi City
S5
S6
S7
S8
S9
Sardah
BAY OF BENGAL

FARAKKA BARRAGE NOW A THREAT TO INDIA
GANGES
PATNA
Different parts of Patna and 12 other districts in Bihar flooded by the swelling Ganges River
FARAKKA BARRAGE
Hilsha shoals are changing migration routes from Hooghly to Meghna estuary, dropping Hilsha catch in West Bengal by 56% between 2002 and 2017
HOOGHLY
PADMA
Water level at Padma River likely to cross the danger level at 18.50cm and lead to flooding
KOLKATA
Annual silt dredging at Kolkata Port quadrupled from 6.40 million m³ to

ফারাক্কা বাধ

- পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা
- রাজশাহী থেকে ১১ মাইল (১৬.৫ কি. মি.)

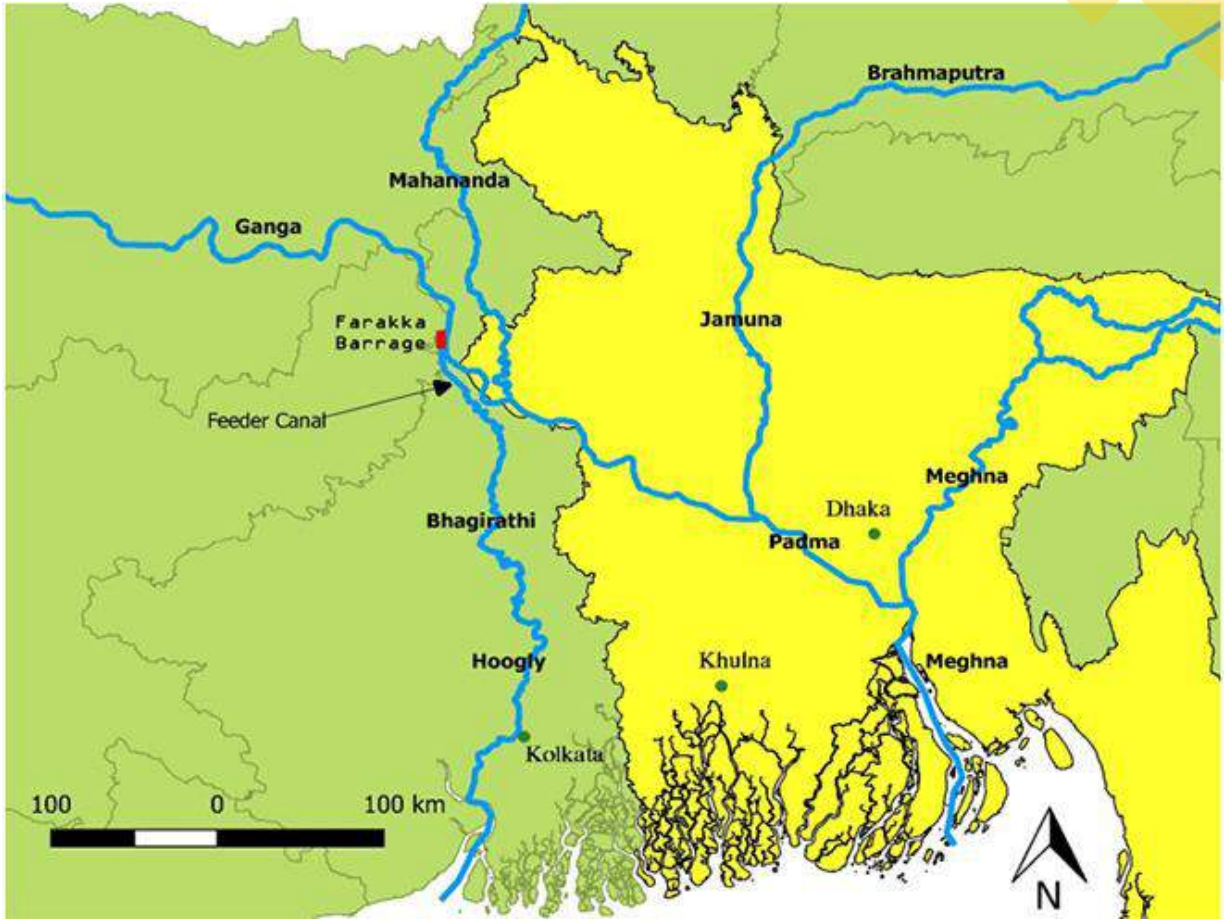

- গংগা নদীর ওপর নির্মিত
- নির্মাণঃ শুরু- ১৯৬১ শেষ- ২১ নভেম্ববর ১৯৭৫
- ১৬ মে ১৯৭৬ লংমার্চ- মাওলানা ভাসানী
- ১৬ মে- ফারাক্কা দিবস

ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের ক্ষতি

- শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি অপসারণের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
- পদ্মার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের উত্তর অববাহিকায় বিশেষ করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ ভূগর্ভস্থ পানির প্রথম স্তর ৮-১০ ফুট জায়গা বিশেষে ১৫ ফুট নিচে নেমে গেছে।
- ফারাক্কা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর (পদ্মা) প্রবাহে চরম বিপর্যয় ঘটে।
- পানি অপসারণের জন্য ৭৫ হাজার পুকুর, হাওর, বাওর অর্ধেক বছর ধরে পানি শূন্যতায় ভুগছে।
- ফারাক্কা বাঁধের জন্য মাছের সরবরাহ কমে যায় এবং কয়েক হাজার জেলে বেকার হয়ে পড়েন।
- শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের ৩২০ কিলোমিটারের বেশি নৌপথ নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
- ভূ-অভ্যন্তরের পানির স্তর বেশিরভাগ জায়গায়ই ৩ মিটারের বেশি কমে গেছে।

- ফারাক্কা নিয়ে চুক্তি

1. ১৯৭২ সাল - বাংলাদেশ এবং ভারত একটি জয়েন্ট রিভার কমিশন (জে আর সি) গঠন করে।
2. ১৯৭৪ সাল - ভারত সম্মতি প্রকাশ করে যে বাংলাদেশের অনুমতি ছাড়া তারা পানি অপসারণ করবে না।
3. ১৯৭৭ সাল - ৫ বছরের জন্য একটি চুক্তি করা হয়।
4. ১৯৮৫ সাল - আরও তিন (১৯৮৬-৮৮) বছরের জন্য পানি বণ্টনের চুক্তি করা হয়।
5. ১৯৯৬ সাল - ৩০ বছরের জন্য সাক্ষরিত হয়। বলা হয়েছে, গঙ্গার মূলপ্রবাহের সমান ভাগ পাবে উভয় দেশ।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর

জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস হয় – ২৬ নভেম্বর ১৯৭৬

এজেন্ডা-২১ এর অন্তর্ভুক্ত

এ পর্যন্ত চুক্তি – ৫টি

সর্বশেষ – ১৯৯৬

গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬

মেয়াদ- ৩০ বছর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা – দেব গৌরা

- তিস্তা সংকট

✓তিস্তা-ভি ড্যাম : প্রকল্পটি ২০০৭ সনে বাস্তবায়ন করা হয়; এটি ৫১০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত হয়েছে।

✓রংগিত-III : প্রকল্পটি ২০০০ সনে সমাপ্ত হয় এবং এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ মেগাওয়াট।

✓১৯৯৮ সালে নীলফামারীর তিস্তা উজানে ভারতীয় অংশে জলপাইগুড়িতে গজলডোবা বাঁধ নির্মাণের ফলে নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে চলে যায়। এতে ফটক রয়েছে ৫৪ টি। এই বাঁধ নির্মাণের আগে তিস্তা থেকে ২৫০০ কিউসেক পানি পাওয়া যেত। এখন পানি প্রবাহের পরিমাণ ৪০০ কিউসেকেরও কম।

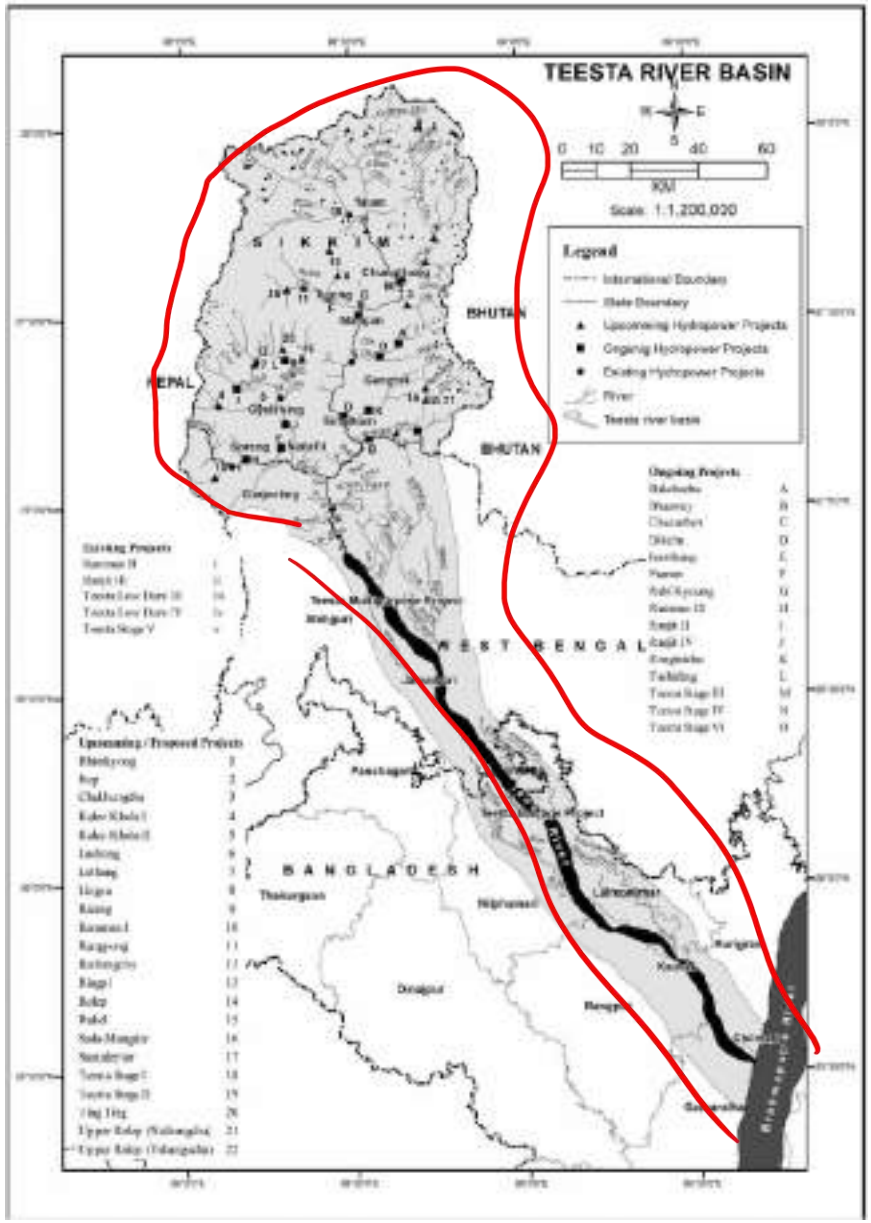

WHY BENGAL NEEDS TEESTA

THE ISSUE

If Prime Minister Sheikh Hasina can convince her people that India has given them a fair deal in the Teesta water dispute, it will be a big breakthrough for her. But Mamata Banerjee — among the five chief ministers originally scheduled to accompany Singh, she is the only one affected by the Teesta treaty — has to take Bengal's interests into account

THE DEAL

According to a tentative deal, Bangladesh and India are to share the water equally. Now Bangladesh gets 25%. A clause was to have been introduced to allow India to draw more water during certain months

Dzongu

The 315km-long Teesta (*tri-srota* or three streams) originates from this glacier in Sikkim

Bangladesh

The neighbour depends on the Teesta waters, especially for irrigation downstream during the dry December-March period

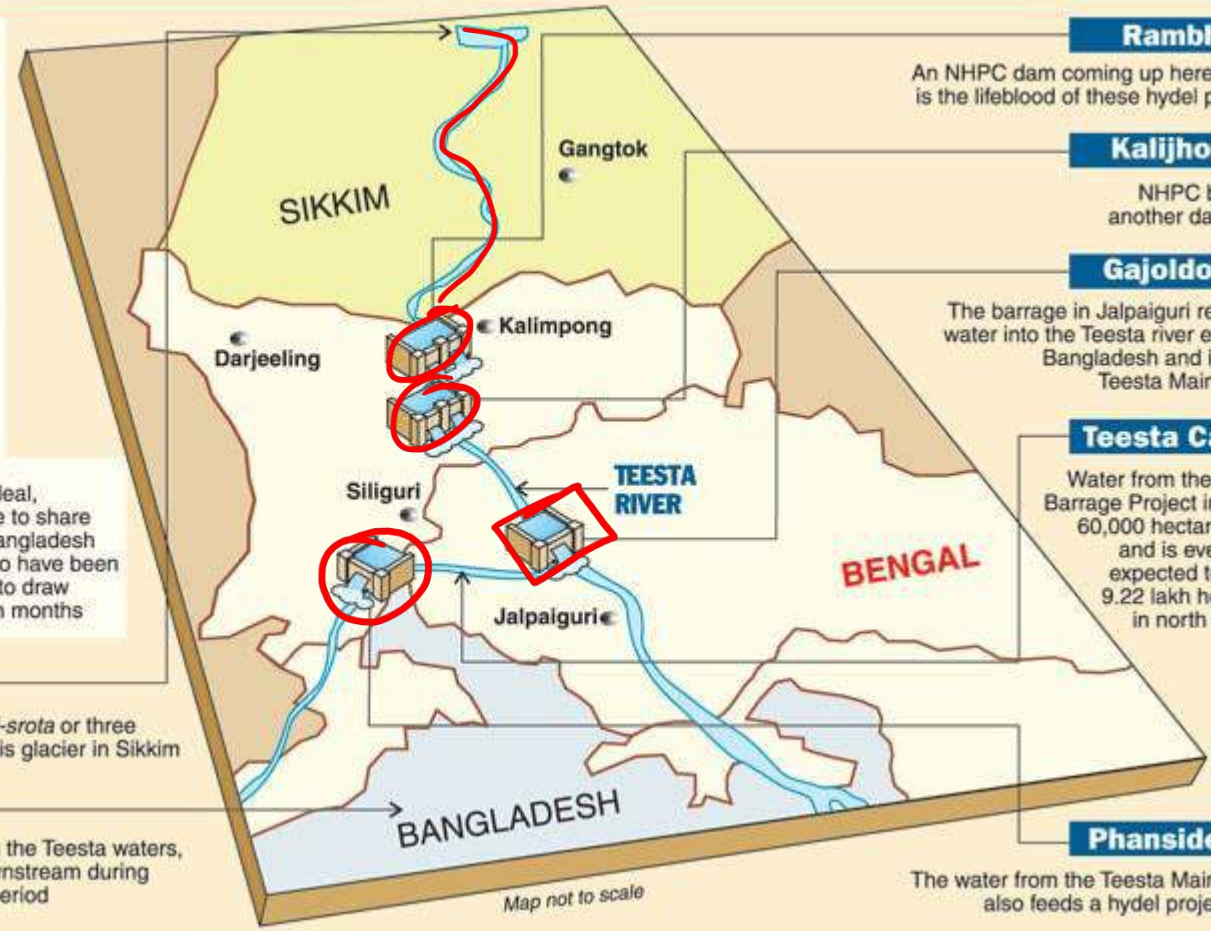

Rambhi

An NHPC dam coming up here. Water is the lifeblood of these hydel projects

Kalijhora

NHPC building another dam here

Gajoldoba

The barrage in Jalpaiguri releases water into the Teesta river entering Bangladesh and into the Teesta Main Canal

Teesta Canal

Water from the Teesta Barrage Project irrigates 60,000 hectares now and is eventually expected to cover 9.22 lakh hectares in north Bengal

Phansidewa

The water from the Teesta Main Canal also feeds a hydel project here

বাংলাদেশের ক্ষতি

- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের 'Rice bowl' হিসেবে পরিচিত রংপুর এলাকার অন্তত ১ লাখ হেক্টর জমি শুষ্ক মৌসুমে চাষের অনুপযোগী হয়ে উঠছে।
- তিস্তার জলসম্পদের সঙ্গে যাদের জীবিকা সরাসরি জড়িত (যেমন: জেলে, মাঝি ইত্যাদি), তারা বেকার হয়ে যাচ্ছেন।
- মৎস সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারীর মানুষজনের জীবন হুমকির মুখে পড়েছে।
- তিস্তা পানি সংকটের কারণে উত্তরাঞ্চল মরুকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে।জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ

স্থান- জলপাইগুড়ি

- তিস্তা সমঝোতা স্মারক-১৯৮৩
- তিস্তা খসড়া চুক্তি-২০১১
- চুক্তি অনুযায়ী পাওয়ার কথা ৪৮%

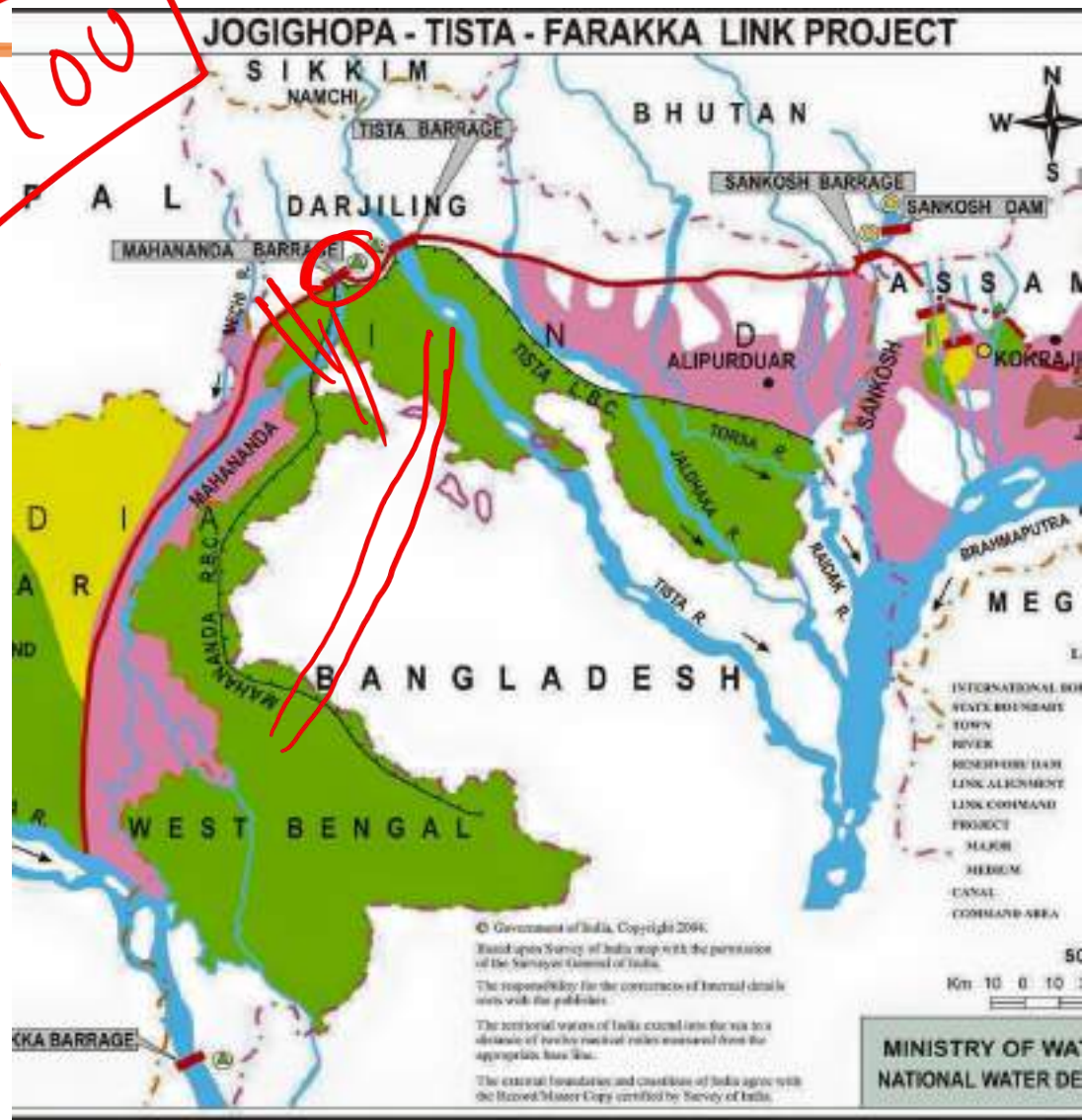

তিস্তা নিয়ে বিভিন্ন চুক্তির টাইমলাইন

- ১৯৮৩ সাল - দুই দেশের মধ্যে জলবণ্টনে চুক্তি হয় যে ৩৬% পাবে বাংলাদেশ, ৩৯% পাবে ভারত, এবং ২৫% নদীর জন্য সংরক্ষণ করা হবে।
- ২০০৭ সাল - একটি যৌথ বৈঠকে বাংলাদেশ তিস্তা জলের ৮০% দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে আর বাকি ২০% নদীর জন্য সংরক্ষনের প্রস্তাব দিলে ভারত নাকচ করে দেয়।
- ২০১১ সাল - প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে জল বণ্টনে তিস্তা চুক্তি সাক্ষরের আশ্বাস দিলেও পরবর্তীতে কোনো চুক্তি হয়নি।
- ২০১৪ সাল - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি করতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁধায় সম্ভব হয়নি।

টিপাইমুখ বাঁধ

মণিপুর রাজ্য

বরাক ও তুইভাই

নদী

সিলেটের জকিগঞ্জ

থেকে ১০০ কি. মি.

টিপাইমুখ বাঁধ সমস্যা

- বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে ভারতের মণিপুরে বরাক ও টুইভাই নদীর সঙ্গমস্থলে টিপাইমুখ গ্রাম। সেখানে বাংলাদেশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়ে ভারত নির্মাণ করছে টিপাইমুখ বাঁধ। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের সুরমা-কুশিয়ারা ও মেঘনার প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমগ্র সিলেট অঞ্চলে নেমে আসবে মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়।

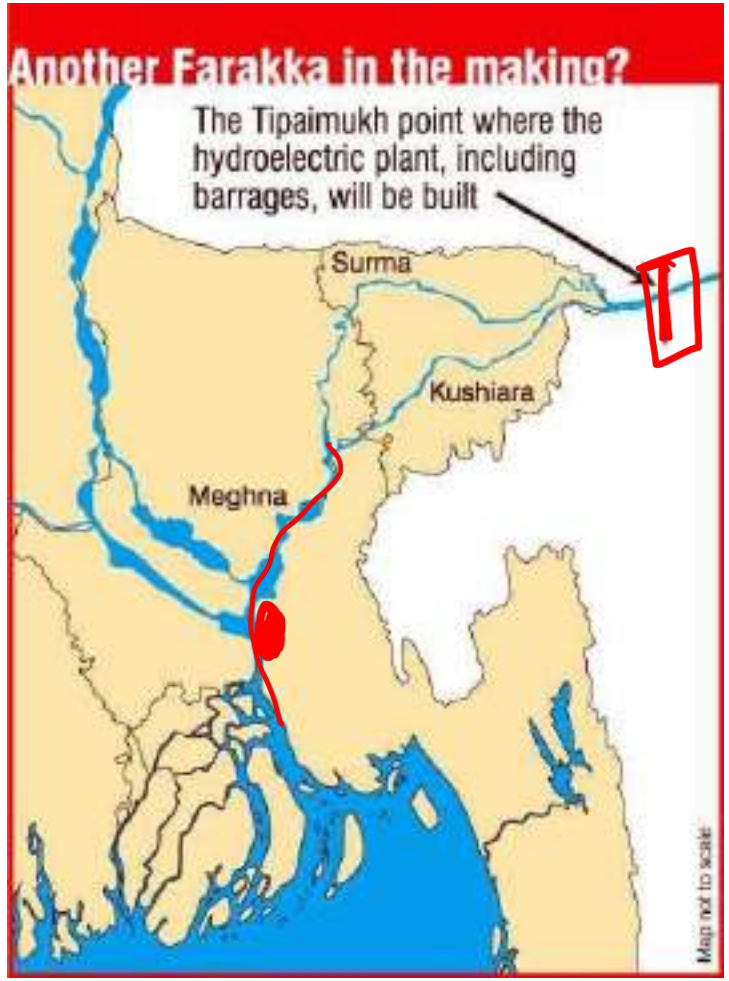

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

- Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) যা বাংলায় সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিএ) নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিএ) নামে নতুন এক চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে দুই দেশ।

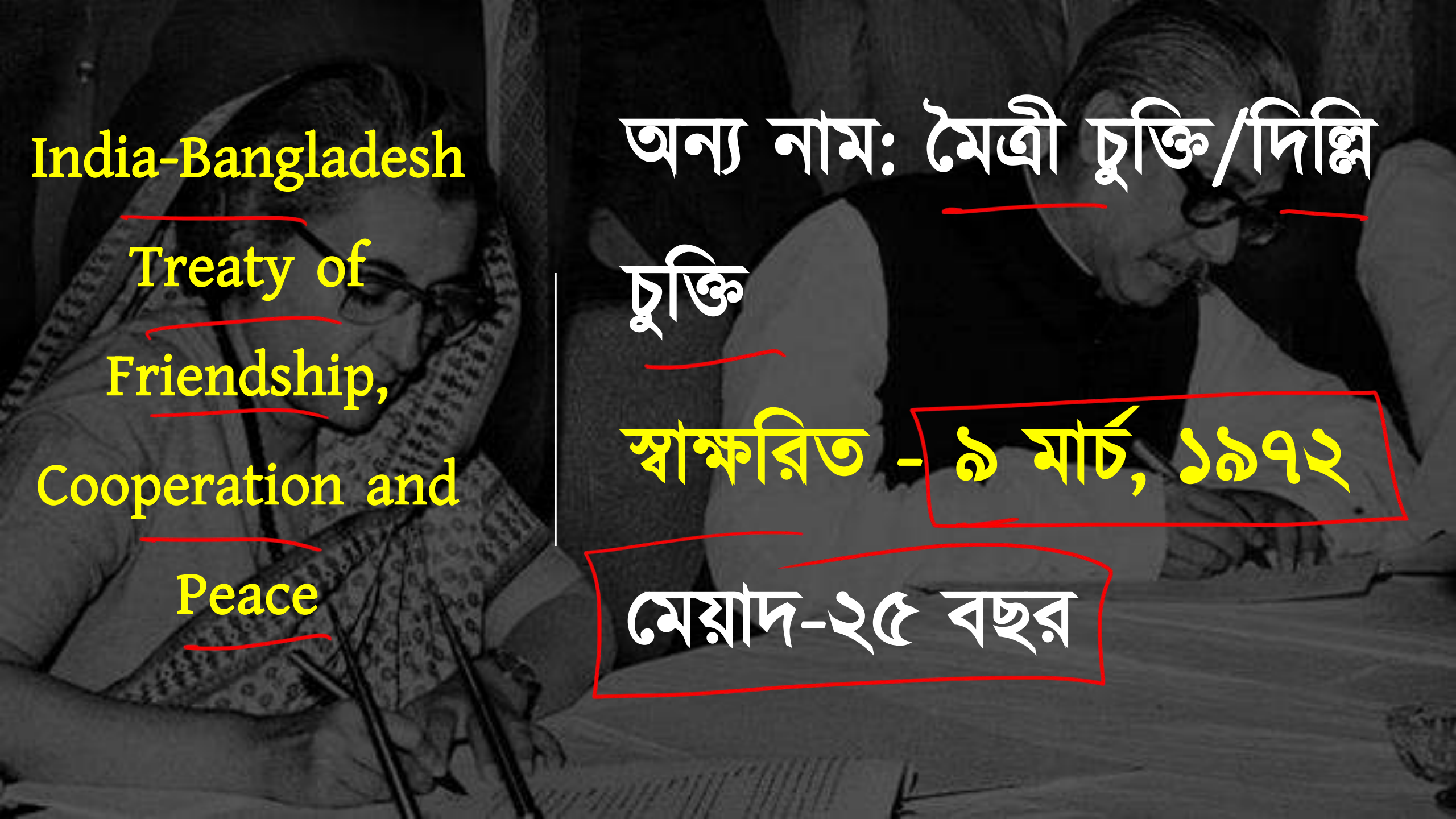

India-Bangladesh Treaty of Friendship, Cooperation and Peace

অন্য নাম: মৈত্রী চুক্তি/দিল্লি চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ৯ মার্চ, ১৯৭২

মেয়াদ-২৫ বছর

সীমান্ত বিনিময় চুক্তি

অন্য নাম: ছিটমহল বিনিময়/সীমান্ত চুক্তি/ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ১৬ মে ১৯৭৪

কে কবে অনুমোদন দেয়: বাংলাদেশ- ১৯৭৪

ভারত - ২০১৫

কার্যকর: ১ আগস্ট ২০১৫

ভারত-বাংলাদেশ অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি

স্বাক্ষরিত -

২৭ জানুয়ারি

২০১৩

ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয় ১৮৫৮ সালে।
- ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট UK-এর থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে ।

- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। (জনসংখ্যার ভিত্তিতে)
- হাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন । তার গ্রন্থ: "The Story of My Experiments With Truth'
- ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল ।
- ভারতের মিসাইলম্যান - এ পি জে আব্দুল কালাম। তার গ্রন্থ "Wings of Fire"।
- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বিখ্যাত উক্তি: 'দেশ ভাল হয় যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভাল হয়।
- উপমহাদেশের রাজনীতিতে লৌহমানবী নামে পরিচিত ইন্দিরা গান্ধী।
- জাতিসংঘের প্রথম মহিলা সভানেত্রী ছিলেন ভারতের বিজয় লক্ষী পন্ডিত। 'নাইটিঙ্গেল অব ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু।
- "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থটির রচয়িতা রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
- ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদটি ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরের রামকোট হিলের উপর অবস্থিত ছিল । এটি নির্মিত হয় ১৫২৭ সালে।

- বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয় ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে। এ ধ্বংসের ঘটনায় লিবার হ্যাগ কমিশন গঠিত হয় ।
- ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরে অবস্থিত শিখদের পবিত্র মন্দির হলো- স্বর্ণমন্দির।
- তাজমহল সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত। তাজমহলের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা। তাজমহল ভারতের আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। তাজম নির্মাণকাল ১৬৩২-১৬৫৩ সাল । ভারতের সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান। ভারতের সাংবিধানিক ভাষা ২২-টি।
- ব্ল্যাক ক্যাট - ভারতের কমান্ডো বাহিনী।
- আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী - পোর্ট ব্লেয়ার।
- বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় - ভারতের চেরাপুঞ্জিতে।
- ভারতের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ।
- বোফোর্স অস্ত্র কেলেঙ্কারি ঘটেছিল - ১৯৮৬ সালে।
- ভারতের জাতীয় পাখি - ময়ূর।
- ভারতে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত NRC (National Register of Citizen) এর সংস্কার হয় ২০১৭ সালে। ভারতের সংবিধান ও নাগরি আইন ১৯৫৫ হলো NRC ভিত্তি।

- কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৭ সালে।
- কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী - শ্রীনগর এবং শীতকালীন রাজধানী- জম্মু।
- ভারতীয় সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির অর্থ- জম্মু-কাশ্মিরকে প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার ।
- ৩১ অক্টোবর ২০১৯ থেকে রাজ্যের মর্যাদা হারায় জম্মু-কাশ্মীর। ওই দিন থেকে জম্মু- কাশ্মীর ও লাদাখ পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পায়। ভারতের রাজ্যের সংখ্যা ২৮ টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা ৮ টি ।
- ভারতীয় সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৩৭ ও ৩৫(ক) ধারা বিলুপ্তির পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মিরকে জম্মু-কাশ্মির ও লাদাখ-কারগিল অংশে বিভক্ত করা হয়।

শ্রীলঙ্কা

- পূর্বনাম সিলন (Ceylon)
- প্রশাসনিক রাজধানী - **শ্রী জয়াবর্ধেনেপুরা কোট্টে**
- কলম্বো (বানিজ্যিক রাজধানী)

- অ্যাডামস পীক শ্রীলংকায় অবস্থিত।

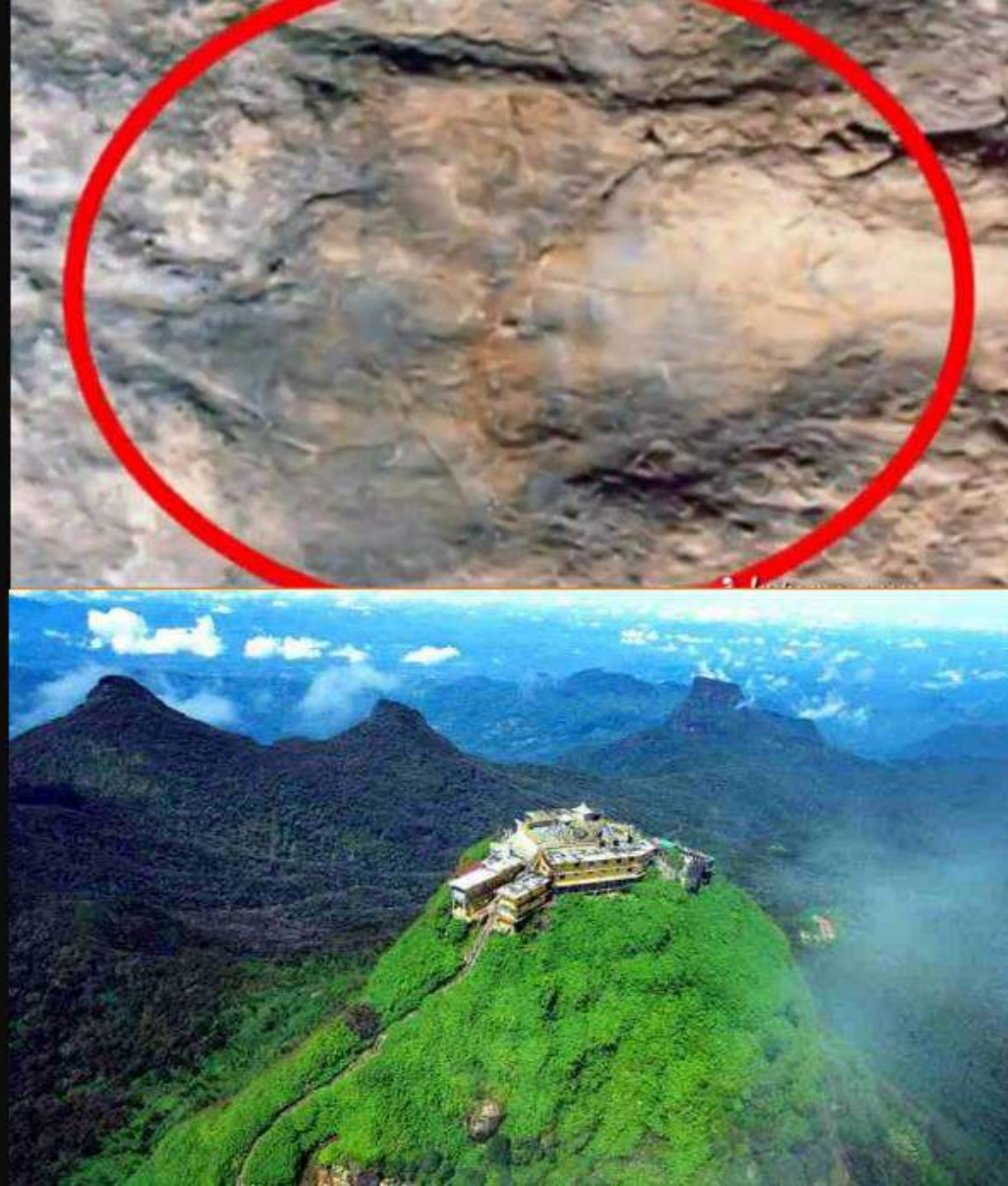

- এ্যালিফ্যন্ট পাস শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত।

প্রেসিডেন্ট

- অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে

প্রধানমন্ত্রী

- হরিনি অমরসুরিয়া

LTTE

- Liberation Tigers of Tamil Eelam
- শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতাকামী গেরিলাগোষ্ঠী।
- এদের রাজধানী - জাফনা।
- শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়: ১৯৮৩ সালে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয় ১৯ মে, ২০০৯।
- শ্রীলঙ্কা সরকার ও তামিল গেরিলাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে নরওয়ে।

ভুটান

- ‘বজ্র ড্রাগনের দেশ’(The Land of the Thunder Dragon) বলা হয়।

- ভুটানের ভাষা হল – দোজাংখা (Dzongkha)
- ভুটানের মুদ্রা – গুলট্রাম (ngultrum)

Preferential Trading Agreement (PTA)

- ৬ ডিসেম্বর,
  ২০২০ বাংলাদেশ ও ভুটান একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- এটি বাংলাদেশের প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি।
- চুক্তির ফলে ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে এবং বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে।

- বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তি সই হয় - মার্চ ২২, ২০২৩।
- Agreement on movement of traffic-in-transit and protocol

ডোকলাম

মালভূমি/উপত্যকা

- চীন-ভারত (সিকিম অংশ)-ভুটানের সীমান্তে অবস্থিত। চীনে ডোকলাম মালভূমি অংল্যাহ এবং ভারতে ডোকমা নামে পরিচিত।

নাথাং: ভারত-ভুটান-চীন সীমান্তবর্তী গ্রাম।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

- শেরিং তোবগে

- নেপাল

প্রধানমন্ত্রী

কে পি শর্মা অলি

ভারত-নেপালের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

- কালাপানি-লিমপিয়াধুরা-লিপুলেখ কৌশলগত অঞ্চল: ভূখণ্ডগুলো ভারত, নেপাল ও চীন দেশের সংযোগস্থল।
- লিপুলেখ গিরিপথ: ভারতের উত্তরাখণ্ড, চীনের তিব্বত এবং নেপাল অর্থাৎ ৩ দেশের সীমান্তবর্তী হিমালয়ের গিরিপথ। সাগাউলি চুক্তি অনুসারে, লিপুলেখ নেপালের অংশ।
- লিপুলেখ পাস: কালাপানি উপত্যকার সর্বোচ্চ চূড়া লিপুলেখ পাস নামে পরিচিত। লিপুলেখ পাসের মধ্য দিয়ে প্রাচীন তীর্থস্থান কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদের অবস্থান। অঞ্চলটি কালি নদীর অন্যতম প্রধান জলপথ।
- কালাপানি: লিপুলেখ গিরিপথের দক্ষিণের ভূখণ্ডটি কালাপানি।

ভারত-নেপালের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

- কালাপানি-লিমপিয়াধুরা-লিপুলেখ কৌশলগত অঞ্চল: ভূখণ্ডগুলো ভারত, নেপাল ও চীন দেশের সংযোগস্থল।
- লিপুলেখ গিরিপথ: ভারতের উত্তরাখণ্ড, চীনের তিব্বত এবং নেপাল অর্থাৎ ৩ দেশের সীমান্তবর্তী হিমালয়ের গিরিপথ। সাগাউলি চুক্তি অনুসারে, লিপুলেখ নেপালের অংশ।
- লিপুলেখ পাস: কালাপানি উপত্যকার সর্বোচ্চ চূড়া লিপুলেখ পাস নামে পরিচিত। লিপুলেখ পাসের মধ্য দিয়ে প্রাচীন তীর্থস্থান কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদের অবস্থান। অঞ্চলটি কালি নদীর অন্যতম প্রধান জলপথ।
- কালাপানি: লিপুলেখ গিরিপথের দক্ষিণের ভূখণ্ডটি কালাপানি।

- Thank You